দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG. 22 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

36

কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক ভাতা প্রসঙ্গে

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা সারাদেশে প্রায় সাড়ে তিন হাজার। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কার্যক্রম সব কিছুই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই। ব্যতিক্রম শুধু শিক্ষকদের পারিশ্রমিক। মাসে নামে মাত্র সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। তাহাও আবার নিয়মিত নয়। কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২টি। তাহার মধ্যে ২০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সম্মানী ভাতা পাইলেও অবশিষ্ট ১২টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ২/৩ বৎসর যাবৎ সম্মানী ভাতা পান না। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়কে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) সরকারী, (২) বেসরকারী রেজিস্টার্ড, (৩) কমিউনিটি, (৪) স্যাটেলাইট এবং (৫) এন জিও ভুক্ত বিদ্যালয়। ইহার মধ্যে বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতন ভাতা ধাপে-ধাপে বাড়াইয়া শেষ পর্যন্ত ৮০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন হইতে ইহার একজন শিক্ষকের মাসিক ভাতা মাত্র পাঁচ শত টাকা। লাকসাম পৌর এলাকায় দ্বিতল চারটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হইয়াছে। যার এক একটা নির্মাণ করিতে খরচ হইয়াছে ১৯ লক্ষ টাকা। অথচ এখানকার একজন শিক্ষক সকাল সাড়ে নয়টা হইতে বিকাল সোয়া চারটা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার পর মাসে ভাতা পান মাত্র ৫০০ টাকা। এমতাবস্থায়, সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানে জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ কেফায়েত উল্লাহ,
প্রধান শিক্ষক,
উত্তর পশ্চিমগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়,
লাকসাম পৌরসভা, কুমিল্লা।